ইউনিট

১৫ সরকারের শ্রেণিবিভাগ

ভূমিকা

পৌরনীতি নাগরিক ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়। কিন্তু সরকার ছাড়া রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। সরকার বলতে সেই প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যা রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ ও বাস্তবায়িত করে। অতীতকালে শাসন ব্যবস্থা ছিল দায়িত্বহীন, স্বেচ্ছাচারী ও নিপীড়নমূলক। কিন্তু গণমানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে গণতান্ত্রিক দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে। সরকারের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে সুদূর অতীত কাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ চিন্তাভাবনা করেছেন। এরিস্টটলের লেখনীতে সরকারের শ্রেণিবিভাগের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু এরিস্টটলের শ্রেণিবিভাগ বর্তমানকালে প্রচলিত সরকারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাই আজকাল বিভিন্ন ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করা হয় এবং প্রচলিত সরকারগুলো হল– সংসদীয়, রাষ্ট্রপতি শাসিত, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়। প্রত্যেকটি সরকারের কিছু গুণ ও দোষ রয়েছে। কোন সরকারই সব সমস্যার প্রতিকার করতে পারে না। যে দেশে যে সরকার ভাল কাজ করে সে সরকারই ভাল সরকার। তবে গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় বিধায় এ সরকারকে জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তাই এ পদ্ধতির সরকার জনগণের কল্যাণের জন্য অধিকতর সচেষ্ট থাকে।

পাঠ– ১ : এরিস্টটলের মতবাদ ও প্রাচীন শ্রেণিবিভাগ–

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- এরিস্টটলের মতানুসারে সরকারের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এরিস্টটলের সরকারের শ্রেণিবিভাগের ত্রুটিগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

১৫.১.১ এরিস্টটলের সরকারের শ্রেণিবিভাগ

দু'টি নীতির উপর ভিত্তি করে এরিস্টটল সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেন। এগুলো হচ্ছে : (ক) শাসন ক্ষমতায় নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা এবং (খ) সরকারের উদ্দেশ্য। সংখ্যানীতির উপর ভিত্তি করে তিনি উল্লেখ করেন যে সরকার তিন ধরনের– (১) একজনের শাসন বা রাজতন্ত্র, (২) কয়েকজনের শাসন বা অভিজাততন্ত্র এবং (৩) বহুজনের শাসন বা পলিটি। এগুলো সরকারের স্বাভাবিক রূপ। উদ্দেশ্য নীতির আলোকে তিনি বলেন যে, সরকারের উদ্দেশ্য জনগণের মঙ্গল সাধন করা। তা না হলে রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে, অভিজাততন্ত্র ধনিকতন্ত্রে এবং পলিটি গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। এগুলো সরকারের বিকৃত রূপ। তাঁর মতে পলিটি সর্বোত্তম সরকার আর গণতন্ত্র নিকৃষ্ট ধরনের সরকার।

নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে এরিস্টটলের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হল :

সংখ্যানীতি	উদ্দেশ্যনীতি	
শাসকের সংখ্যা	স্বাভাবিক	বিকৃত
(১) একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
(২) কয়েকজনের শাসন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
(৩) বহুজনের শাসন	পলিটি	গণতন্ত্র

১৫.১.২ এরিস্টটলের শ্রেণিবিভাগের ত্রুটি

এরিস্টটলের শ্রেণিবিভাগের নিম্নলিখিত ত্রুটি লক্ষ করা যায় :

(১) এরিস্টটলের শ্রেণিবিভাগে একজনের শাসন, কয়েকজনের শাসন ও বহুজনের শাসনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সকল ধরনের শাসন ব্যবস্থায় কয়েকজনই শাসন করে থাকে।

(২) টমাস হব্‌স বলেছেন যে, সরকারকে স্বাভাবিক ও বিকৃত এভাবে ভাগ করা ঠিক নয়। কোন সরকারই নিরংকুশভাবে ভাল বা খারাপ নয়।

(৩) এরিস্টটলের শ্রেণিবিভাগ ব্যাপকভিত্তিক নয়। প্রচলিত সব ধরনের সরকারকে এই শ্রেণিবিভাগ অন্তর্ভুক্ত করে না।

(৪) এরিস্টটল সরকারকে একটি একক ও অবিমিশ্র রূপে দেখেছেন। কিন্তু বাস্তবে সরকার একই সাথে গণতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় হতে পারে।

(৫) এরিস্টটল গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট সরকার বলেছেন কিন্তু আজকাল গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ সরকার বলা হয়।

(৬) বর্তমান কালে মুষ্ঠিমেয় লোকের শাসনই প্রচলিত এবং তা দায়িত্বশীল বা অদায়িত্বশীল হতে পারে।

সুতরাং আধুনিক কালে এরিস্টটলের শ্রেণিবিভাগ অচল। তবে প্রাচীন কালের প্রেক্ষাপটে সরকারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করার জন্য তিনি খ্যাত হয়ে রয়েছেন।

সার-সংক্ষেপ

সরকার বলতে সেই প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যা রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত করে। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিগণকে নিয়ে সরকার গঠিত। সরকারের শ্রেণিবিভাগ বিষয়টি বহু প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনার বিষয় ছিল। এ্যারিস্টটল উদ্দেশ্য ও শাসকের সংখ্যার ভিত্তিতে ছয় ধরনের সরকারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করেছেন– (১) রাজতন্ত্র (২) অভিজাততন্ত্র ও (৩) পলিটি। এদের তিনটি বিকৃত রূপ হল : (১) স্বৈরতন্ত্র, (২) ধনিকতন্ত্র ও (৩) গণতন্ত্র –এই মোট ছয়টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এরিস্টটল কোন কালের দার্শনিক ছিলেন ?
- ক. মধ্যযুগের
- খ. প্রাচীনকালের
- গ. আধুনিক কালের
- ঘ. বর্তমান ও মধ্যযুগের মাঝামাঝি

২। এরিস্টটল সরকারকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন ?
- ক. দুই ভাগে
- খ. তিন ভাগে
- গ. পাঁচ ভাগে
- ঘ. ছয় ভাগে

৩। কোন কোন নীতির উপর এরিস্টটল সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন ?
- ক. সংখ্যা নীতি
- খ. উদ্দেশ্য নীতি
- গ. সংখ্যা নীতি ও উদ্দেশ্য নীতি
- ঘ. কোন নীতির উপর নয়

৪। এরিস্টটলের মতে কোনটি সর্বোত্তম সরকার ?
- ক. রাজতন্ত্র
- খ. অভিজাততন্ত্র
- গ. পলিটি
- ঘ. গণতন্ত্র

পাঠ- ২ : আধুনিক সরকারের শ্রেণিবিভাগ- গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- আধুনিক সরকারের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- আধুনিক সরকার হিসেবে গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- গণতন্ত্র, একনায়কন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের গুণ-দোষ বর্ণনা করতে পারবেন।

১৫.২.১ আধুনিক সরকারের শ্রেণিবিভাগ

আধুনিককালে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তাদের মধ্যে ম্যারিয়ট, ম্যাকাইভার ও লিককের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে লিককের শ্রেণিবিভাগকে বেশি আধুনিক হিসেবে গণ্য করা হয়। নিম্নে তার প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো-

প্রথমত, সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থানের ভিত্তিতে তিনি সরকারকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- সার্বভৌম ক্ষমতা যখন জনগণের হাতে থাকে তখন তাকে গণতন্ত্র এবং যখন একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের হাতে থাকে তখন তাকে একনায়কতন্ত্র বলেছেন লিকক।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা ও নিয়োগ লাভের পদ্ধতির উপর গণতন্ত্রকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন– যখন রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে এবং নামমাত্র প্রধান হিসেবে নিয়োগলাভ করেন তখন তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র আর যখন রাষ্ট্রপ্রধান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন তখন তাকে প্রজাতন্ত্র বলেছেন।

তৃতীয়ত, আঞ্চলিক ও ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে আবার দুভাগে ভাগ করেছেন। যেমন– সংবিধানের মাধ্যমে সকল ক্ষমতা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রিক এবং যখন কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলেছেন। চতুর্থত, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে তিনি আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন– শাসন বিভাগ যখন আইন বিভাগের নিকট দায়ী থেকে দায়িত্ব পালন করে তখন তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার এবং যখন আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগ দায়ী থাকে না তখন তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলেছেন। লিকক কর্তৃক সরকারের শ্রেণিবিভাগের ছক নিম্নে দেওয়া হ'ল :

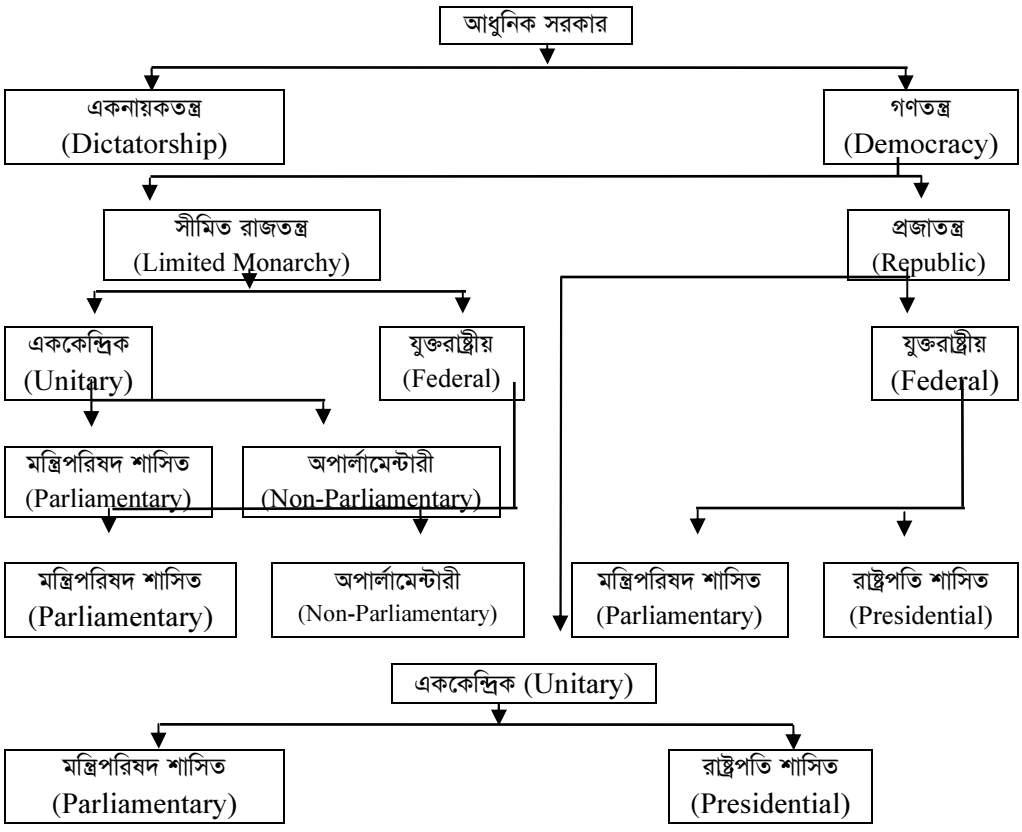

গণতন্ত্র (Democracy) : গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'ডেমোক্র্যাসী' (democracy)। এই শব্দটি Demos ও Kratos শব্দদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। Demos শব্দের অর্থ জনগণ এবং Kratos শব্দের অর্থ ক্ষমতা। সুতরাং গণতন্ত্র বলতে জনগণের হাতে ক্ষমতা রয়েছে এমন সরকারকে বুঝায়। জনগণের হাতে ক্ষমতার অর্থ জনগণ ভোট দিয়ে তাদের পছন্দমত সরকার গঠন করে। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়ে আব্রাহাম লিংকন বলেন, "গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য সরকার"। অর্থাৎ গণতন্ত্র হল জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার। বাস্তবে জনগণের সরকারের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার এবং জনগণের নিকট দায়ী মুষ্টিমেয় লোকের সরকার। অধ্যাপক সিলি তাই বলেন, "যে শাসন ব্যবস্থায় সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে তাকে গণতন্ত্র বলে।" গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের আস্থাশীল সরকার। জনগণের সম্মতির উপর এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঝে মাঝে নির্বাচনের মাধ্যমে এই সরকারে জনগণের আস্থার প্রতিফলন ঘটে। এদিক থেকে সি, এফ, স্ট্রং এর গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "যে শাসন ব্যবস্থা শাসিতের সক্রিয় সম্মতির উপর ভিত্তিশীল তাকে গণতন্ত্র বলে।" গণতান্ত্রিক সরকার দু'ধরনের– (ক) প্রজাতন্ত্র এবং (খ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

(ক) প্রজাতন্ত্র (Republic) : প্রজাতন্ত্র বলতে গণতান্ত্রিক সরকারকে বুঝায়। এটি এমন এক ধরনের সরকার যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়। রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায় না। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত। কাজেই এটি প্রজাতন্ত্র। কিন্তু বৃটেন প্রজাতন্ত্র নয়। কেননা সেখানে রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যায়। বাংলাদেশ একটি প্রজাতন্ত্র।

(খ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Limited monarchy) : এই ব্যবস্থায় রাজা থাকে, সিংহাসন থাকে কিন্তু রাজা হন নামমাত্র প্রধান। প্রকৃত ক্ষমতা থাকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। এরূপ শাসন ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা। ব্রিটিশ সরকার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

১৫.২.২ গণতন্ত্রের দোষ-গুণ

যেকোনো সরকারের মূল্যায়ন করতে দু'টি বিষয় বিবেচনা করতে হয়– (১) সরকারের কর্ম সম্পাদনের দক্ষতা এবং (২) জনগণের সন্তুষ্টি অর্জনের পরিমাণ। দক্ষতার মানদণ্ডে গণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করা না গেলেও অন্যান্য গুণের কারণে গণতান্ত্রিক সরকারই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

(ক) গণতন্ত্রের গুণ– নিম্নে গণতান্ত্রিক সরকারের গুণ আলোচনা করা হল :

(১) দায়িত্বশীল শাসন– শাসকগণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য সরকার জনস্বার্থের অনুকূলে কাজ করেন। এতে শাসিতের নিকট শাসকের দায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

(২) সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি– জনগণের সন্তুষ্টির উপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। জনগণের আস্থা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সরকার সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে। ফলে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) জনগণের অধিকারের গুরুত্ব লাভ– এই সরকারের অন্যতম গুণ এই যে এখানে জনগণের অধিকার অগ্রাধিকার লাভ করে। গণতান্ত্রিক সরকার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য অধিকারগুলো সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে।

(৪) নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি– গণতান্ত্রিক সরকার নাগরিকের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে। অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় নাগরিকগণ ভাবতে শিখে যে, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তার ভূমিকা রয়েছে। এতে তার দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়।

(৫) রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তার– রাজনৈতিক বিষয়াদিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকায় নাগরিকগণ রাজনৈতিক জটিল বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। বারবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের বক্তব্য শুনে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

(৬) বিপ্লবের সম্ভাবনা কমে যাওয়া– জনগণ মনে করে যে সরকার তাদের দ্বারাই নির্বাচিত। এতে সরকারের উপর তাদের সন্তুষ্টি ও আস্থা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া নির্বাচিত সময়ের পর অথবা মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ থাকায় বিপ্লব বা আন্দোলন করতে হয় না।

(৭) সাম্যভিত্তিক সরকার– গণতান্ত্রিক সরকারে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান ভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করে।

(৮) ক্ষমতার মনোভাবের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস– সরকার নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্বাচিত হয় বলে 'ক্ষমতা মনস্তত্ত্ব' দ্বারা পরিচালিত হয় না। বরং সম্মতির ভিত্তিতে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকে।

(৯) আত্মশাসনের শিক্ষাদান– এই শাসন ব্যবস্থায় নিজকে নিজে শাসন করে বলে জনগণ আত্মশাসনের মনোভাব অর্জন করে। রাষ্ট্র ও সরকারকে নিজের মনে করে।

(১০) সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া– গণতান্ত্রিক সরকার বল প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জনগণের সম্মতিই এই সরকারের ভিত্তি। এই সরকার বিশ্বাস করে যে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

(১১) যুক্তিভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা– গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যুক্তিভিত্তিক ও ন্যায়সঙ্গত। সকল শাসন ব্যবস্থাই জনগণের জন্য। সুতরাং জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হওয়া উচিত। গণতন্ত্রই একমাত্র সরকার যা জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

(খ) গণতন্ত্রের দোষ– গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) মূর্খের শাসন– প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ গণতন্ত্রকে মূর্খের শাসন এবং বিপজ্জনক সরকার মনে করতেন। কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত ও মূর্খ হওয়ায় তারা এ ব্যবস্থায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে উপযুক্ত সরকার নির্বাচন করতে পারে না।

(২) গুণ অপেক্ষা সংখ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া– গণতন্ত্র জ্ঞানী-গুণী ও মূর্খ সকলকেই এক ভোটের অধিকারী করে মূর্খ ও দুর্বলদের শাসনে পরিণত হয়। গণতন্ত্র মাথা গণনা করে, মেধার বিচার করে না।

(৩) ব্যয় বহুল– এ শাসন ব্যবস্থায় বহু লোক জড়িত থাকে বলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বারবার নির্বাচন, শাসকদের কর ফাঁকি এবং ধনীদের করের অসদ্ব্যবহারের ফলে এই সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার– গেটেল মনে করেন এই সরকারের প্রচন্ড ক্ষমতা থাকায় সরকার অসহিষ্ণু হলে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক সরকারে পরিণত হয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৫) ঘনঘন নীতি পরিবর্তন– গণতান্ত্রিক সরকার অধিক মাত্রায় পরিবর্তনশীল। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে নীতি পরিবর্তনের ফলে এই সরকার ব্যবস্থায় উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।

(৬) জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ– আধুনিক জীবনের জটিলতা ও সরকারি কাজের ব্যাপকতার ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ রাজনৈতিক বিষয়াদিতে উদাসীন থাকে। ফলে যারা সংবাদপত্রসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে।

(৭) সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব– মন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনা, উপদলীয় কোন্দল, ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদের আইন পরিষদে অযথা বাক বিতণ্ডার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে।

(৮) অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়– নির্বাচনে ঝুঁকি, অর্থের অভাব রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাসের কারণে যোগ্য লোকেরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। এ কারণে অনেক সময় অসৎ, অযোগ্য ও সন্ত্রাসী লোকেরা রাজনৈতিক ময়দান দখল করে। ফলে রাজনীতিতে অসৈতিকতা প্রভাব বিস্তার করে।

(৯) দলীয় মনোভাব– গণতন্ত্রে দলীয় মনোভাব চরমে উঠে এবং সবকিছু দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়।

(১০) দুর্নীতি– গণতন্ত্রে দুর্নীতির প্রসার ঘটে। নির্বাচনে আর্থিক দুর্নীতি এবং নির্বাচিত হওয়ার পর প্রতিনিধিরা নির্বাচনের ব্যয় অসৎ পন্থায় তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

(১১) শ্রেণি স্বার্থে ব্যবহার– গণতন্ত্রে নির্বাচনের ব্যয় বহনকারী সম্পদশালী শ্রেণি তাদের শ্রেণিস্বার্থে আইন পরিষদকে আইন প্রণয়নে প্রভাবিত করে প্রশাসন যন্ত্রকে প্রভাবিত করে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে।

গণতন্ত্রের কিছু দোষ থাকলেও পৃথিবীর দেশে দেশে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে জনগণ গণতান্ত্রিক সরকার অর্জন করেছে। ফলে জনগণ গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে অন্য কোন স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থাকে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করবে না। তাছাড়া ত্রুটিগুলো দূর করা গেলে (যা দূর করা সম্ভব) গণতান্ত্রিক সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার।

১৫.২.৩ প্রজাতন্ত্রের দোষ-গুণ

(ক) প্রজাতন্ত্রের গুণ– প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক সরকার। এ কারণে গণতন্ত্রের গুণগুলো এর মধ্যে বিদ্যমান। নিম্নে প্রজাতন্ত্রের গুণাবলি আলোচনা করা হল :

(১) জনগণ রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচন করে, জনগণের নিকট এই পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাই রাষ্ট্রপ্রধান জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সচেতন থাকেন।

(২) জনগণ শাসন ক্ষমতার মালিক। তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। প্রতিনিধিগণ জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। ফলে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয় না।

(৩) প্রজাতন্ত্র জনগণের সন্তুষ্টি বিধান করে। তাই তারা সরকার ও রাষ্ট্রকে নিজের ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

(৪) কর্মচারীগণ নিজদেরকে জনগণের সেবক মনে করেন। তারা জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করেন।

(৫) প্রজাতন্ত্র জনগণকে রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়– প্রতিনিধি নির্বাচন, ভোট দান, নির্বাচিত হওয়া, সভাসমিতি ও মিছিলের স্বাধীনতা দান করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিস্তৃত করে।

(৬) প্রজাতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতা নবায়নের ব্যবস্থা করে। ফলে ক্ষমতা চিরকালের জন্য নয়, এই ধারণা সকলের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এতে ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ হয়।

(খ) প্রজাতন্ত্রের ত্রুটি– প্রজাতন্ত্রের ত্রুটিগুলি নিম্নরূপ

(১) জনসাধারণ রাষ্ট্রপ্রধানের মত গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে নির্বাচন করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু আপামর জনসাধারণ এই পদটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না। অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে ভোট দান করে। ফলে এই পদের জন্য যোগ্য লোক নির্বাচিত না হয়ে অযোগ্য লোক নির্বাচিত হয়।

(২) দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রপ্রধানের পদে নির্বাচনের সময় ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক গোলযোগের সূত্রপাত ঘটে।

(৩) কোন কোন সময় সরকার প্রধান স্বৈরাচারী মনোভাব প্রদর্শন করেন। তাছাড়া জনসাধারণ সচেতন না হলে সরকারের কর্মকর্তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে।

(৪) সরকারের ক্ষমতার পেছনে জনগণের সমর্থন রয়েছে এই মানসিকতার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারের জন্ম হয়।

এসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রজাতান্ত্রিক সরকার জনগণের সন্তুষ্টি বিধান করে। জনগণ সরকার ও রাষ্ট্রকে নিজের ভেবে মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি লাভ করে। এজন্য প্রজাতন্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্ট সরকার বলা যায়।

১৫.২.৪ একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)

একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিরোধী শাসন ব্যবস্থা। এখানে শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না হয়ে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের হাতে ন্যস্ত হয়। তাকে একনায়ক বলে। একনায়ক বা ডিকটেটর কারও নিকট দায়ী নয়। এটি একটি স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা। একনায়ক এককভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না বলে নির্ভরযোগ্য অনুগতদের উপর নির্ভর করে শাসনকাজ পরিচালনা করেন। তারা একনায়কের নিকট দায়ী থাকেন এবং তার আস্থা ও সমর্থন সাপেক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। একনায়কতন্ত্র একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। একনায়ক দলের নেতা ও সরকারের প্রধান। তার ইচ্ছানুযায়ী দল পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক দলব্যবস্থার মত সকলে অবাধে দলের সদস্য হতে পারে না। অন্ধ অনুসারীদের নিয়ে দল গঠিত হয়। একনায়কতন্ত্রে আইন পরিষদ সরকারের সমালোচনা করতে পারে না বরং একনায়কের গৃহীত সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে মাত্র। একনায়কতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা থাকে না। এগুলো একনায়কের গুণ-গানে ব্যস্ত থাকে। একনায়কতন্ত্রে একনেতা, একদেশ ও একজাতির শ্লোগান দেওয়া হয়। একনায়কতন্ত্র রাষ্ট্র সম্পর্কে সর্বাত্মবাদী ধারণা পোষণ করে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা বাইরে কিছুই নাই। সবকিছুই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত।

১৫.২.৫ একনায়কতন্ত্রের দোষ-গুণ

(ক) একনায়কতন্ত্রের গুণ– নিম্নে একনায়কতন্ত্রের গুণগুলো আলোচনা করা হল :

(১) উদার একনায়ক হলে জনকল্যাণ হতে পারে– একনায়কের মধ্যে জনগণের মঙ্গল করার ইচ্ছা থাকলে তিনি তা বিনা বাধায় করতে পারেন। কেননা মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে কারও উপর তাকে নির্ভর করতে হয় না।

(২) ঐক্যের প্রতীক– একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন দল বা উপদল না থাকায় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অগ্রাধিকার লাভ করে। গণতন্ত্রের মত এ ব্যবস্থায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সুযোগ নেই।

(৩) যোগ্য শাসক– সাধারণত নৈতিক বলে বলীয়ান ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিরাই একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তাদের কর্মদক্ষতা ও নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অনেক সময় দেশের মঙ্গল আনয়ন করে। তাছাড়া একনায়ক বিভিন্ন স্তর থেকে যোগ্য প্রশাসক বাছাই করতে পারেন।

(৪) স্থিতিশীল শাসন– একনায়কের ক্ষমতা জনমতের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং একনায়ক বুদ্ধি ও কৌশলে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকতে পারেন এবং জনকল্যাণে নিজকে নিয়োজিত করতে পারেন।

(৫) নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা– কড়া নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এই শাসন ব্যবস্থা মন্থর গতি, কাজে ফাঁকি ও আলস্য দূর করতে বিশেষভাবে সহায়ক।

(৬) দ্রুত সিদ্ধান্ত– কারও উপর নির্ভর করতে হয় না বলে একনায়ক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারেন।

(৭) সরল সরকার কাঠামো– সমস্ত ক্ষমতা একনায়কের হাতে কেন্দ্রীভূত বলে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সংগঠন খুব সহজ হয়।

(৮) অর্থনৈতিক উন্নয়ন– এই শাসন ব্যবস্থা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

(খ) একনায়কতন্ত্রের দোষ– নিম্নে একনায়কতন্ত্রের দোষ আলোচনা করা হল :

(১) স্বেচ্ছাচারী শাসন– জনগণের নিকট কোন দায়িত্ব নাই বলে একনায়ক তার অসীম ক্ষমতার দাপটে ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করে।

(২) ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত– এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে এবং জাতিকে এই ভুল সিদ্ধান্তই মাথা পেতে নিতে হয়।

(৩) বিপ্লবের সম্ভাবনা– একনায়কতন্ত্রে সরকার পরিবর্তনের সমস্ত নিয়মতান্ত্রিক পন্থা রুদ্ধ হয়ে যায় বলে সরকার পরিবর্তনের জন্য ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে আন্দোলন বা বিপ্লব করতে হয়।

(৪) রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি– একনায়কতন্ত্রে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ না থাকার ফলে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয় না এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে না।

(৫) আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপন্থী– সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সার কারণে ও অন্য জাতিকে পদাবনত করার জন্য একনায়ক যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করে। হিটলার এই মনোভাব পোষণ করেই সমগ্র পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টি করেন। এ ধরনের মনোভাব আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের বেদীমূলে উৎসর্গ করে। এখানে ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য নয়। তাই বর্তমানে দুনিয়াতে একনায়কতন্ত্রের সমর্থন কমে গেছে।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক সরকার মূলত দুই ধরনের– একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক সরকার আবার দু'ধরনের– নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। প্রজাতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছায় সরকার গঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আধুনিক সরকারকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা হয় ?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

২। কোনটি উত্তম সরকার ?
ক. গণতন্ত্র খ. একনায়কতন্ত্র
গ. রাজতন্ত্র ঘ. স্বৈরতন্ত্র

৩। গণতান্ত্রিক সরকার কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ?
ক. নির্বাচনের উপর খ. সম্মতির উপর
গ. বিপ্লবের উপর ঘ. শক্তির উপর

৪। একনায়কতান্ত্রিক সরকারের প্রকৃত ক্ষমতা কার হাতে থাকে ?
ক. জণগণের হাতে খ. শাসক দলের হাতে
গ. শাসনবিভাগের হাতে ঘ. একজনের হাতে

পাঠ– ৩ : সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংসদীয় সরকার বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- সংসদীয় সরকারের দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রপতি সরকার বলতে কি বুঝায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রপতি সরকারের দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গণতান্ত্রিক সরকারকে আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করা হয়–
(১) সংসদীয় সরকার ও (২) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

১৫.৩.১ সংসদীয় সরকার (Parliamentary government)

সংসদীয় সরকার বলতে সেই সরকারকে বুঝায় যেখানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা শাসন কার্য পরিচালনা করে। প্রধানমন্ত্রী সমেত মন্ত্রিসভা আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে এবং আইন পরিষদের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। আইনসভা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, নিন্দা প্রস্তাব, মুলতবী প্রস্ত াব, অনাস্থা প্রস্তাব, বিল ও বাজেট প্রত্যাখান, ওয়াক আউট প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। দলের নেতা হন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন ও তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের সদস্য। এ ধরনের সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান হন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। এ শাসন ব্যবস্থায় সংসদের প্রধান্য থাকে বলে একে সংসদীয় সরকার বলা হয়। এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। তিনি যেকোনো মন্ত্রীকে অপসারণ করতে পারেন। এ শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের হাতে আইন ও শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। বাংলাদেশ, বৃটেন ও ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

১৫.৩.২ সংসদীয় সরকারের দোষগুণ

(ক) সংসদীয় সরকারের গুণ– নিম্নে সংসদীয় সরকারের গুণ আলোচনা করা হল :

(১) আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক– মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য হিসেবে আইনসভার অধিবেশনে যোগদান, আলোচনায় অংশগ্রহণ ও সংসদের সদস্যদের প্রভাবিত করে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে পারেন। অপরপক্ষে আইন পরিষদের সদস্যগণও মন্ত্রীদেরকে প্রভাবিত করে তাদের এলাকার জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এই শাসন ব্যবস্থায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়কারী ও অর্থ বরাদ্দকারী সংস্থার মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করে।

(২) দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা– মন্ত্রীগণ আইনসভার নিকট দায়ী থাকার ফলে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা খর্ব হয়। মন্ত্রীদের নীতি ও কার্যকলাপ জনগণের প্রতিনিধিদের অনুমোদন লাভ না করলে প্রতিনিধিদের আস্থাভাজন নতুন মন্ত্রিপরিষদ বা কেবিনেট (Cabinet) গঠিত হয়। ফলে মন্ত্রীদের বাড়াবাড়ি করার সুযোগ থাকে না।

(৩) নির্বাচকমণ্ডলীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন– কেবিনেট বা মন্ত্রিসভা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হলে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংসদ ও মন্ত্রিসভা গঠন করা যায়। ফলে সরকারের নীতিতে নির্বাচকমণ্ডলীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে।

(৪) নমনীয় শাসন ব্যবস্থা– বেজহট মনে করেন যে, এই শাসন ব্যবস্থা খুব নমনীয় প্রকৃতির। কেননা সংকট মোকাবেলা করতে মন্ত্রিপরিষদ ব্যর্থ হলে অপেক্ষাকৃত যোগ্য লোক নিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ রয়েছে।

(৫) কাম্য আইন পাস– মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের সদস্যদের প্রভাবিত করে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে পারেন।

(৬) সমালোচনার সুযোগ– এই সরকারে সমালোচনার সুযোগ খুব বেশি। সংসদের সদস্যগণ বিশেষ করে বিরোধী দল সরকারকে সমালোচনা করার তাৎক্ষণিক ও সরাসরি সুযোগ পান। এই সমালোচনার ফলে সরকার সংযত হয় এবং কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(৭) রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার– এই সরকার সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার। জনমতকে নিজেদের অনুকূলে রাখার জন্য সরকারি দল ও বিরোধী দল সর্বদাই তৎপর থাকে। পার্লামেন্টে তাদের বিতর্ক জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(৮) যোগ্য লোকের শাসন– অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত এবং আইন পরিষদকে মোকাবেলা করতে সক্ষম এমন সংসদের সদস্যদেরকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার ফলে যোগ্য লোকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৯) গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সমন্বয়– এই শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র রক্ষা করেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যেমন বৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় ঘটেছে।

(খ) সংসদীয় সরকারের দোষ– নিম্নে সংসদীয় সরকারের দোষ আলোচনা করা হল :

(১) ক্ষমতার সমাবেশ– এই শাসন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও শাসন ক্ষমতা একই ব্যক্তিমন্ডলীর হাতে অর্পিত হয় বলে মন্ত্রীগণ স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারেন।

(২) দলীয় মনোভাব– সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সরকারের স্থায়িত্ব এবং বিরোধী দলের সরকার গঠনের সম্ভাবনা থাকার ফলে আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য ব্যাপারে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল চরম দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছুকে বিবেচনা করেন। ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা অর্জন ও সংরক্ষণের জন্য আইন সভার সদস্যদেরকে অবৈধ আনুকূল্য বিতরণ করেন। এর ফলে জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

(৩) সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার– এই শাসন ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের এমনকি মন্ত্রিসভার মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বৈরাচারের জন্ম দেয়। প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারে বলে সংসদ সদস্যগণ এই স্বৈরাচারের নিকট মাথা নত করেন।

(৪) অস্থিতিশীল শাসন ব্যবস্থা– আইন পরিষদের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এই সরকারে মন্ত্রিসভার পূর্ণ মেয়াদ ভোগের সম্ভাবনা অনেক সময় থাকে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।

(৫) সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব– এই সরকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রিসভায় আলোচনা ও পরবর্তীতে আইন পরিষদে পেশ ও তাদের অনুমোদনের জন্য অনেক সময় ক্ষেপণ হয় এবং বিলম্বে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংকটকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটলে জাতির জন্য তা চরম অকল্যাণকর হতে পারে।

(৬) অযোগ্য লোকের শাসন– অধ্যাপক লাস্কি সংসদীয় সরকারকে যোগ্য লোকের শাসন বললেও সংসদে অযোগ্য লোক নির্বাচিত হলে মন্ত্রিসভা অযোগ্য লোকদের দ্বারাই গঠিত হবে। সংসদের বাইরে থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করার সুযোগ না থাকার বা কম থাকার ফলে সংসদের অযোগ্য সদস্যদের মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভূক্তির সম্ভবনা থাকে।

(৭) দলীয় শাসন– এই শাসন ব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি এই যে, যেহেতু এটা দলীয় শাসন সেহেতু দলীয় সদস্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য অনেককে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এতে জাতীয় অর্থের অপচয় ঘটে। জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় সদস্যদের সন্তুষ্টিকে এই সরকার বেশি অগ্রাধিকার দান করে।

১৫.৩.৩ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার (Presidential form of Government)

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বুঝায় যখন শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপতি একটি মন্ত্রিসভা নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি বা তার নিযুক্ত মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন না। রাষ্ট্রপতি অথবা মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের সদস্য নাও হতে

পারেন। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন এবং রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে নিজ পদে বহাল থাকেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বা নাও করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব নাই। এ ধরনের সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান একই ব্যক্তি হন।

১৫.৩.৪ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দোষগুণ

(ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণ– রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গুণ রয়েছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) স্থিতিশীল শাসন– রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। এই সময়ে আইন অনুযায়ী নির্ধারিত অভিশংসন পদ্ধতি ছাড়া তাকে অপসারণ করা যায় না। ফলে এই শাসন ব্যবস্থা স্থিতিশীল হয়।

(২) দ্রুত সিদ্ধান্ত– এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি কারও সাথে পরামর্শ না করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। জরুরি অবস্থা, যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংকটে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন।

(৩) দক্ষ শাসন ব্যবস্থা– এই সরকারের মন্ত্রীদেরকে আইন প্রণয়ন নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। মন্ত্রীদের আইন পরিষদকে ম্যানেজ করার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে মন্ত্রীগণ প্রশাসনিক বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারেন। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি যেকোনো যোগ্য লোককে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন।

(৪) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুফল– রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা ক্ষমতা পৃথকীকরণ ও ভারসাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এখানে স্বৈরাচারিতার সুযোগ কম।

(৫) দলীয় মনোভাবের প্রতিফলন কম ঘটে– সাধারণ বিলের উপর ভোটাভুটি সরকারের উপর আস্থা বা অনাস্থার ব্যাপার নয় বলে এই ব্যবস্থায় দলীয় মনোভাব কম প্রদর্শিত হয়।

(৬) বহুদল ব্যবস্থার উপযোগী– এই শাসনব্যবস্থা বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও কৃষ্টি অধ্যুষিত দেশের পক্ষে বেশি উপযোগী। তাছাড়া সংসদীয় সরকার যেখানে বহুদল ব্যবস্থা সম্বলিত দেশে সফলতার পরিচয় দেয় না সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সফলতার পরিচয় দিতে পারে।

(খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দোষ– রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ত্রুটিমুক্ত নয়। এর অনেক ত্রুটির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অন্যতম :

(১) দায়িত্বহীন, স্বেচ্ছাচারী ও বিপজ্জনক– রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন ছাড়া অপসারণ করা যায় না বলে এই সরকার স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার জন্মদান করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী হলেও বাস্তবে এই দায়িত্ব বলবৎ করার কার্যকর ব্যবস্থা নেই।

(২) বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আইন প্রণয়নে অসুবিধা ঃ মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের সদস্য নন বলে আইন প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন না। আইন পরিষদ ও মন্ত্রীদের মধ্যে সহযোগিতার অভাবে আইন প্রণয়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

(৩) আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ঃ আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগ একদলভুক্ত লোক দ্বারা সংগঠিত না হলে এক বিভাগ অপর বিভাগকে দোষারোপ করে এবং নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এই বিরোধ চলতেই থাকে। ফলে আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়।

(৪) বৈদেশিক ক্ষেত্রে দুর্বলতা ঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক নীতি ও চুক্তি আইন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

(৫) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অনমনীয় প্রকৃতির ঃ রাষ্ট্রপতিকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। ফলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট না হলে কাম্য পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয় না। এ কারণে এই সরকার অনমনীয়তা ও রক্ষণশীলতার জন্মদান করে।

সার-সংক্ষেপ

শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকলে তাকে সংসদীয় সরকার বলে। আর দায়ী না থাকলে তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে। সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন বিধায় তাদের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ থাকে না। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি একাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বলে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সংসদীয় সরকার কোন প্রকৃতির ?
ক. লিখিত খ. অলিখিত
গ. নমনীয় ঘ. অনমনীয়

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণ কোনটি ?
ক. নমনীয়তা খ. স্থিতিশীলতা
গ. অধিক সমালোচনার সুযোগ ঘ. রাজনৈতিক সচেতনতা

৩। কোন দেশে সংসদীয় সরকার চালু আছে ?
ক. সৌদী আরব খ. ফ্রান্স
গ. বাংলাদেশ ঘ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পাঠ– ৪ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ-গুণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কি বুঝায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষ-গুণ আলোচনা করতে পারবেন।

শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি : কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার দু'ভাগে বিভক্ত– (১) এককেন্দ্রিক ও (২) যুক্তরাষ্ট্রীয়।

১৫.৪.১ এককেন্দ্রিক সরকার

যখন সরকারের ক্ষমতা একটি কেন্দ্র থেকেই পরিচালিত হয় তখন তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এখানে সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন থাকে না। এককেন্দ্রিক সরকারে আঞ্চলিক সরকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। অবশ্য প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের এজেন্টের মত। সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা বণ্টন থাকে না। বাংলাদেশ, বৃটেন, জাপান প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার রয়েছে।

১৫.৪.২ এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ ও দোষ

(ক) এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ– এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) সহজ সাংগঠনিক ব্যবস্থা– এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের সংগঠন ঠিক করলেই সব কিছুর সুরাহা হয়ে যায়।

(২) নমনীয়তা– এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের মত সাংবিধানিক দৃঢ়তার সাথে ক্ষমতা বণ্টন করতে হয় না। ফলে এই সরকার নমনীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে।

(৩) ঐক্যের প্রতীক– এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় সমগ্র দেশের জন্য একই প্রশাসনিক নীতি ও আইন প্রণীত হয় বলে এই সরকার ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

(৪) সফল বৈদেশিক নীতি– এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার না থাকায় বৈদেশিক চুক্তিগুলোকে আঞ্চলিক স্বার্থের নিরিখে বিচার করা হয় না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে এটা অহরহ ঘটে থাকে। সুতরাং এককেন্দ্রিক সরকার শক্তিশালী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে পারে।

(৫) দ্রুত সিদ্ধান্ত– কোন আঞ্চলিক সরকারের সাথে পরামর্শ বা আঞ্চলিক স্বার্থ বিবেচনার দরকার হয় না বলে এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব।

(৬) মিতব্যয়িতা– এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার সংগঠন করতে হয়। এতে প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস পায়। সরকার মিতব্যয়ী হয়ে থাকে।

(৭) আঞ্চলিকতা লোপ পায়– এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কোন অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করার সুযোগ নেই বলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠে না।

(৮) ছোট রাষ্ট্রের উপযোগী– এককেন্দ্রিক সরকার অভিন্ন কৃষ্টিসম্পন্ন ছোট রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী।

(খ) এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটি– এককেন্দ্রিক সরকারের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলো উল্লেখ করা যায়:

(১) স্বায়ত্তশাসনের অভাব– এককেন্দ্রিক সরকারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন থাকে না। স্বায়ত্তশাসন না থাকার ফলে অঞ্চলগুলির প্রশাসন ও প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

(২) আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের অনুপযোগী– কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত বলে আঞ্চলিক সমস্যাগুলো ঠিকমত বুঝতে ও তার সমাধান করতে পারে না।

(৩) আঞ্চলিক নেতৃত্ব বিকাশের অনুকূল নয়– প্রাদেশিক সরকার বা আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের সুযোগ না থাকায় আঞ্চলিক নেতৃত্বের বিকাশ হয় না।

(৪) ভারাক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকার– এককেন্দ্রিক সরকারে ক্ষমতা বণ্টন না থাকার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের বোঝা বৃদ্ধি পায়। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুফল হতে এ সরকার বঞ্চিত হয়।

(৫) বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় ঘটে না– বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য এককেন্দ্রিক সরকার অনুকূল নয়। একই আইন দ্বারা বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান করা হয়। এতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, স্বার্থ ও সংস্কৃতি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।

(৬) কর্মচারী নির্ভর– একটি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কাজের চাপ বেশি হওয়ায় এই সরকার কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল হয়। ফলে আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

(৭) কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা– একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা থাকে।

১৫.৪.৩ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Form of Government)

যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ফেডারেশন' ল্যাটিন শব্দ ফুয়েডাস (Foedus) হতে উৎপন্ন হয়েছে। ফুয়েডাস শব্দের অর্থ সন্ধি বা মিলন। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র বলতে আমরা সেই ধরনের সরকারকে বুঝি যেখানে কতকগুলো প্রদেশ একত্রিত হয়ে একটি সরকার গঠন করে। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। অধ্যাপক ডাইসি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র হল এমন একটি রাজনৈতিক কৌশল যার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যের সাথে প্রাদেশিক অধিকারের সমন্বয় ঘটান হয়।" কে, সি হুয়ার বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র বলতে আমি বুঝি ক্ষমতা বণ্টনের একটি পদ্ধতি, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলো প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৃত্তের মধ্যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।" ভারত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে।

১৫.৪.৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ ও দোষ

(ক) গুণ– যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ নিম্নে আলোচনা করা হল :

১। শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক– এ সরকারের অন্যতম গুণ এই যে, কতকগুলো ছোট ছোট অঞ্চল একত্রিত হয়ে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করতে পারে।

২। ঐক্যসাধন– অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য এ সরকারের অন্যতম গুণ। কেননা এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষ্টি, আদর্শ ও ধ্যানধারণা সংরক্ষণ করে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি করা যায়।

৩। আইন ও সরকার ব্যবস্থার গুণাগুণ পরীক্ষার সুবিধা– এই সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ ধরনের আইন ও প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার জন্য একটি অঞ্চলে প্রয়োগ করে তা দেখা যেতে পারে। সমগ্র দেশে চালু করার পরিবর্তে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে পরীক্ষা করে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে পরবর্তীতে সমগ্র দেশে চালু করলে ক্ষয়-ক্ষতি ও অশুভ প্রতিক্রিয়া হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪। নাগরিকদের দেশাত্মবোধ– স্বায়ত্তশাসনের ফলে স্বশাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্র তাই স্ব-শাসনের অধিকার দান করে নাগরিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরণে সহায়তা করে।

৫। আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের উপযোগী– আঞ্চলিক সরকারগুলো আঞ্চলিক সমস্যাগুলো ঠিকমত অনুধাবন করতে পারেন। আঞ্চলিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

৬। দায়িত্বমুক্ত কেন্দ্রীয় সরকার– প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের বোঝা লাঘব হয়।

৭। স্বেচ্ছাচারিতার বিলোপ– ক্ষমতা বণ্টনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক হতে পারে না, স্বৈরাচারীও হতে পারে না।

৮। রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি– ছোট ছোট অঞ্চল একত্রিত হয়ে একটি বড় রাষ্ট্র গঠনের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রটির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ৫০ টি অঙ্গরাষ্ট্র নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় একটিমাত্র অঙ্গরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হলে তার মর্যাদা বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত হত না।

৯। সংকটের অবসান– ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলো একত্রিত হয়ে তাদের মধ্যে বিরাজমান সংকট দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

১০। আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক পরিচালনার ব্যয় হ্রাস– অনেকগুলো রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে বড় রাষ্ট্র গঠন করলে তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার গড় ব্যয় হ্রাস পায়।

(খ) দোষ– যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত ত্রুটি লক্ষ করা যায় :

(১) ক্ষমতার সীমারেখা নিয়ে দ্বন্দ্ব– ক্ষমতার এখতিয়ার নিয়ে কেন্দ্র, প্রদেশ এমনকি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়।

(২) জটিল প্রকৃতির শাসন– যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংবিধান রচনাকারীগণকে কেন্দ্র ও প্রদেশের সম্পর্ক, আন্ত: প্রাদেশিক সম্পর্ক, কেন্দ্র ও প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো নির্ধারণ, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন প্রভৃতি জটিল বিষয় নিয়ে ভাবতে হয়।

(৩) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতি গ্রহণে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব– কেন্দ্র সম্পাদিত বৈদেশিক চুক্তি ও নির্ধারিত বৈদেশিক নীতিকে প্রাদেশিক স্বার্থের নিরিখে বিচার করা হয় এবং অনেক সময় প্রদেশের জনগণ কেন্দ্রকে দোষারোপ করে। এজন্য এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ভীরুতা ও মন্থরতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

(৪) ক্ষমতা বিভাজনজনিত ত্রুটি– এই সরকার ক্ষমতা বিভাজনের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশাসনেও দুর্বলতার পরিচয় দেয়। অভিন্ন বিষয়েও বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

(৫) রক্ষণশীলতা– যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাংবিধানিক জটিলতার দ্বারা অনড় ক্ষমতা বণ্টনের ফলে প্রয়োজনের সময় সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না বলে এই সরকার রক্ষণশীলতার জন্মদান করে।

(৬) ব্যয়বহুল– অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে দ্বৈত সরকার কাঠামো গঠনের জন্য প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(৭) বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা– যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রায়ই আঞ্চলিকতা দেখা দেয়, বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য প্রদেশের জনগণ প্রবল সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

(৮) কেন্দ্র ও প্রদেশের একে অপরের উপর দোষ চাপানোর প্রবণতা– ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যর্থতার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের উপর এবং প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের উপর চাপাতে চায়। ফলে সংহতি বিনষ্ট হয়।

(৯) বিলম্বে সিদ্ধান্ত– সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অনেক চিন্তা-ভাবনা ও বিচার বিবেচনা করে কেন্দ্রকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এতে অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে।

অবশেষে বলা যায় অনেক রাষ্ট্রেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুকূল শর্তগুলো বিরাজ করে না। ফলে গঠন পর্যায়ে এই সরকারের দুর্বলতা থেকেই যায়। লিকক তাই মন্তব্য করেন, "এটি গঠনের সময় অনিচ্ছা থাকে এবং পরিবর্তিত অবস্থায় ভেঙে পড়ে।"

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এককেন্দ্রিক সরকারের সাংগঠনিক ব্যবস্থা সহজ এবং এই সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষ্টি, আদর্শ ও ধ্যান–ধারণা সংরক্ষণ করে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এককেন্দ্রিক সরকারের ক্ষমতা কার হাতে থাকে ?

ক. অঙ্গরাজ্য খ. প্রাদেশিক সরকার
গ. কেন্দ্রীয় সরকার ঘ. আঞ্চলিক সরকার

২। এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ কোনটি ?

ক. নমনীয়তা খ. অনমনীয়তা
গ. লিখিত ঘ. অলিখিত

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা কিভাবে বন্টন করা হয় ?

ক. কেন্দ্রের ইচ্ছায় খ. প্রদেশের ইচ্ছায়
গ. প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছায় ঘ. সংবিধানের মাধ্যমে

৪। যুক্তরাষ্ট্রের দোষ কোনটি ?

ক. ব্যয়বহুল খ. কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচার
গ. নমনীয় ঘ. পরিবর্তনশীল

পাঠ– ৫ ঃ রাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, সামরিক ও ধর্মতান্ত্রিক সরকার

উদ্দেশ্য ঃ এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাজতান্ত্রিক সরকার, পুঁজিবাদী সরকার, সমাজতান্ত্রিক সরকার, সামরিক সরকার এবং ধর্মতান্ত্রিক সরকার বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবে।
- অন্যান্য সরকারের সাথে এদের পার্থক্য করতে পারবেন।

১৫.৫.১ রাজতান্ত্রিক সরকার (Monarchy)

রাজতন্ত্র এক ধরনের অদায়িত্বশীল ও স্বেচ্ছাচারী সরকার। এখানে ক্ষমতার ভিত্তি জনগণ নয়। রাজতন্ত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। রাজার ছেলে বা মেয়ে উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী শাসনক্ষমতা লাভ করে। রাজতন্ত্র দু'ধরনের হয়– নিরংকুশ রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। নিরংকুশ রাজতন্ত্রে রাজার হাতে চরম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন। সেখানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসন ক্ষমতার মালিক। বৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে। পক্ষান্তরে সৌদী আরবে প্রচলিত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র।

১৫.৫.২ পুঁজিবাদী সরকার (Capitalist Government)

পুঁজিবাদী সরকার বলতে সেই সরকারকে বুঝায় যা সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে। এই সরকার ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। চাহিদা, সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের কোন ভূমিকা থাকে না। এই সরকার অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ দান করে। ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ স্বীকৃতি, চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক নিয়মে মূল্য নির্ধারণ, ভোগের স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদী আচরণ প্রভৃতি পুঁজিবাদী সরকারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

১৫.৫.৩ সমাজতান্ত্রিক সরকার (Solialist Government)

সমাজতান্ত্রিক সরকার বলতে সেই ধরনের সরকারকে বুঝায় যা ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে না। এ সরকার উৎপাদনের উপকরণসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ব করে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। আইন পরিষদে একটি দলের কর্তৃত্ব বজায় থাকে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৫.৫.৪ সামরিক সরকার (Military Government)

সামরিক সরকার বলতে সেনাবাহিনীর শাসন বুঝায়। এটি কোন নিয়মতান্ত্রিক সরকার নয়। সেনাবাহিনী নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে সামরিক সরকার গঠন করে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সেনাবাহিনী সরকারের অযোগ্যতা ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনী শাসন পরিচালনা করতে পারে না বলে কোন না কোন ধরনের নির্বাচন করে বেসামরিক সরকার গঠন করে এবং সামরিক শাসক বেসামরিক শাসকরূপে অধিষ্ঠিত হয়।

১৫.৫.৫ ধর্মতান্ত্রিক সরকার (Theocracy)

ধর্মতান্ত্রিক সরকার অদায়িত্বশীল ও স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা। এটি পুরোহিত বা ধর্মনেতার শাসন। অতীতে যখন মানুষের সচেতনতা ছিল না তখন ধর্মনেতা ও পুরোহিতশ্রেণি নিজদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবী করে শাসন কর্তৃত্ব দাবী করত। তারা জনগণের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টি করে শাসন করত। জনগণের নিকট তাদের কোন জবাবদিহিতা ছিল না। জনগণ শাসককে আনুগত্য না দিলে ইহকাল ও পরকালে শাস্তি ভোগ করবে, এই ধরনের অন্ধ বিশ্বাস সৃষ্টি করে তারা জনগণকে শাসন ও শোষণ করে পার্থিব সুখ-সুবিধা ভোগ করত। বর্তমানকালে এ ধরনের ধর্মতান্ত্রিক সরকার দেখা যায়

না। তবে সম্প্রতি ইরানে ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে ধর্মকেন্দ্রিক দল রয়েছে। যথাসময়ে নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। আফগানিস্তানে তালেবান সরকার ধর্মতান্ত্রিক সরকারের উদাহরণ।

সার-সংক্ষেপ

উৎপাদন, বণ্টন, ক্ষমতা গ্রহণের পদ্ধতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে আধুনিক কালে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এতে করে রাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, সামরিক ও ধর্মতান্ত্রিক সরকার গড়ে উঠে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের সরকার দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা কোথায় অবস্থান করে ?
ক. জনগণের হাতে খ. এক ব্যক্তির হাতে
গ. একটি দলের হাতে ঘ. শাসনবিভাগের হাতে

২। পুঁজিবাদী সরকারে সম্পত্তির মালিকানা কার ?
ক. রাষ্ট্রের খ. জনগণের
গ. ব্যক্তির ঘ. সমাজের

৩। সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় কয়টি রাজনৈতিক দল থাকে ?
ক. একটি খ. দুটি
গ. একাধিক ঘ. বহু

৪। সামরিক সরকার সাধারণত কোন অজুহাতে ক্ষমতা দখল করে ?
ক. ব্যয়বাহুল্য খ. দুর্নীতি
গ. স্বেচ্ছাচারিতা ঘ. বিলম্বিত সিদ্ধান্ত

৫। প্রাচীনকালে ধর্মতান্ত্রিক সরকারের প্রকৃতি কেমন ছিল ?
ক. একচ্ছত্র কর্তৃত্ব খ. দায়িত্বশীল
গ. কল্যাণকামী ঘ. জবাবদিহিমূলক

পাঠ– ৬ ঃ বিভিন্ন ধরনের সরকারের পারস্পরিক তুলনা

উদ্দেশ্য ঃ এই পাঠ শেষে আপনি–

- গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।
- এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।
- মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

১৫.৬.১ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

নিম্নে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হল :

(১) একনায়কতন্ত্র একজনের শাসন কিন্তু গণতন্ত্র বহুজনের শাসন। একনায়কতন্ত্রে অনেক লোক জড়িত থাকলেও তাদের ক্ষমতার কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু গণতন্ত্রে সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগে বহুলোক জড়িত থাকে এবং ক্ষমতা পরিচালনা করে।

(২) একনায়কতন্ত্রে ক্ষমতার ভিত্তি কৌশল, বুদ্ধি ও ষড়যন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্রে ক্ষমতার ভিত্তি জনগণ। জনগণের ভোটে নির্বাচিতরা শাসন ক্ষমতা লাভ করে।

(৩) গণতন্ত্র জবাবদিহিমূলক সরকার কিন্তু একনায়কতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী শাসন। একনায়কতন্ত্র জনগণকে তোয়াক্কা করে না কিন্তু গণতন্ত্র জনগণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করে।

(৪) একনায়কতন্ত্র একদলীয় শাসনব্যবস্থা কিন্তু গণতন্ত্র বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা। একনায়কতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকায় দল জন্মলাভ করে না কিন্তু গণতন্ত্রে পৃথক মত প্রকাশের সুযোগ থাকায় একের অধিক দল গড়ে উঠে।

(৫) গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী কিন্তু একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী। একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি রাষ্ট্রের স্বার্থে নিবেদিত, সে রাষ্ট্রের বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সাম্যে বিশ্বাসী।

(৬) সহনশীলতা গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কিন্তু একনায়কতন্ত্র অসহিষ্ণু। গণতন্ত্র পৃথক মত পোষণকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু একনায়কতন্ত্র পৃথক মতকে দমন করে।

(৭) গণতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় কিন্তু একনায়কতন্ত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন পন্থা নেই। গণতন্ত্রে নির্ধারিত মেয়াদের পর নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে কেবল একনায়ককে উৎখাত করে ক্ষমতার পরিবর্তন করা যায় মাত্র।

(৮) গণতন্ত্র আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলার অনুকূল কিন্তু একনায়কতন্ত্র আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলার বিরোধী। গণতন্ত্র সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী কিন্তু একনায়কতন্ত্র সামাজ্যবাদী চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন।

(৯) গণতন্ত্র আইনের শাসনে বিশ্বাসী কিন্তু একনায়কতন্ত্র ক্ষমতায় বিশ্বাসী। গণতন্ত্রে শাসকগোষ্ঠি আইনের অধীন কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শাসক আইনের ঊর্ধ্বে।

(১০) গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয় কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। গণতন্ত্রে সরকারের বিরোধিতাকে রাষ্ট্রবিরোধী মনে করা হয় না। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সরকারের বিরোধিতাকে রাষ্ট্রবিরোধিতা মনে করা হয় এবং বিরোধীদের চরমভাবে দমন করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র বিপরীতধর্মী সরকার ব্যবস্থা। এদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

১৫.৬.২ এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

নিম্নে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হল :

(১) এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ক্ষমতার মালিক কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়।

(২) এককেন্দ্রিক সরকারে একটি মাত্র সরকার থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার থাকে।

(৩) এককেন্দ্রিক সরকারে প্রশাসনিক অঞ্চলগুলি কেন্দ্রের এজেন্টের মত। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশ বা ইউনিটগুলি স্বায়ত্তশাসিত।
(৪) এককেন্দ্রিক সরকারের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র ও প্রদেশের এখতিয়ার সুনিশ্চিত করার জন্য সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হতে পারে।
(৫) এককেন্দ্রিক সরকারের আইন পরিষদ সাধারণত এককক্ষবিশিষ্ট হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জনগণ ও অঙ্গরাষ্ট্রের সঠিক প্রতিনিধিত্বের জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করা হয়।
(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। অপরপক্ষে এককেন্দ্রিক সরকারে আইন পরিষদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

১৫.৬.৩ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

নিম্নে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য বা তুলনামূলক আলোচনা করা হল :
(১) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান আলাদা হয়।
(২) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের সদস্য। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের সদস্য নয়।
(৩) মন্ত্রিপরিষদ শসিত সরকারে মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের নিকট দায়ী কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী।
(৪) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে মন্ত্রিসভাকে অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে অপসারণ করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে জটিল অভিশংসন পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়।
(৫) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে আইন পরিষদ সার্বভৌম কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে।
(৬) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া যায় কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারেন না।
(৭) মন্ত্রিপরিষদ শসিত সরকারে মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব থাকে কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকে।

সার-সংক্ষেপ

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সরকার। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক সরকারের দুটি রূপ। তবে এদের সাংগঠনিক প্রকৃতি আলাদা। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। তবে আইনসভা ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?
ক. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খ. জবাবদিহিতা
গ. একদলীয় শাসনব্যবস্থা ঘ. সহনশীল শাসনব্যবস্থা

২। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা বণ্টনের মাধ্যম কি ?
ক. সরকার খ. জনগণ
গ. সংবিধান ঘ. আইনসভা

৩। মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পার্থক্যের মুখ্য বিষয় কি ?
ক. সরকার ও জনগণের সম্পর্ক খ. আইন ও শাসন বিভগের সম্পর্ক
গ. শাসন ও বিচার বিভাগের সম্পর্ক ঘ. আইন ও বিচার বিভাগের সম্পর্ক

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। গণতন্ত্র বলতে কি বুঝায় ? –১৫.২.১(১)
২। একনায়কতন্ত্র কাকে বলে ? –১৫.২,৪
৩। প্রজাতন্ত্র কি ? –১৫.২.১(ক)
৪। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাকে বলে ? –১৫.৩.৩
৫। সংসদীয় সরকার বলতে কি বুঝায় ? –১৫.৩.১
৬। এককেন্দ্রিক সরকার কি ? –১৫.৪.১
৭। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাকে বলে ? –১৫.৪.৩
৮। একনায়কতন্ত্রের গুণ কি কি ? –১৫.২.৫ (ক)
৯। ধর্মতান্ত্রিক সরকার কাকে বলে ? –১৫.৫.৫

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন। গণতন্ত্রের গুণ ও দোষগুলো আলোচনা করুন। –১৫.২.১ (১) ও ১৫.২.২
২। একনায়কতন্ত্র কি ? একনায়কতন্ত্রের গুণ ও দোষগুলো আলোচনা করুন। –১৫.২.৪ ও ১৫.২.৫
৩। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য দেখান। –১৫.৬.১
৪। এককেন্দ্রিক সরকার কি? এককেন্দ্রিক সরকারের দোষগুণ আলোচনা করুন। –১৫.৪.১ ও ১৫.৪.২
৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংজ্ঞা দিন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ ও দোষ বর্ণনা করুন। –১৫.৪.৩ ও ১৫.৪.৪
৬। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কি? এর গুণ ও দোষগুলোর বিবরণ দিন। –১৫.৩.৩ ও ১৫.৩.৪
৭। সংসদীয় সরকার কি ও সংসদীয় সরকারের গুণ ও দোষগুলো বর্ণনা করুন। –১৫.৩.১ ও ১৫.৩.২
৮। রাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও সামরিক সরকার সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করুন। –১৫.৫.১, ১৫.৫.২, ১৫.৫.৩ ও ১৫.৫.৪
৯। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাকে বলে ? এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য আলোচনা করুন। –১৫.৪.৩ ও ১৫.৬.২
১০। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাকে বলে? সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সাথে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পার্থক্যের দিকগুলো চিহ্নিত করে আলোচনা করুন। –১৫.৩.৩ ও ১৫.৬.৩

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। খ, ২। খ, ৩। গ, ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ক, ২। ক, ৩। খ, ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। গ, ২। খ, ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। গ, ২। ক, ৩। ঘ, ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫ ঃ ১। খ, ২। গ, ৩। ক, ৪। খ, ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৬ ঃ ১। গ, ২। গ, ৩। খ